দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 20 JAN 2003
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬

মতিঝিল সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

মেহেদী হাসান পলাশ

১৯৫৭ সালের ১৪ জুন তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মতিঝিল সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তখন এ বিদ্যালয়ের নাম ছিল সেন্ট্রাল গভঃ গার্লস হাই স্কুল। এ স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন কাজী জাহানারা খান। শুরুতে এই বিদ্যালয়ে উর্দু এবং বাংলা দুই ভাষাতেই শিক্ষাদান চলত। স্বাধীনতার পর বিদ্যালয়ের উর্দু শাখা বন্ধ করে দুই শাখায়ই বাংলা মাধ্যম চালু করা হয়। এ সময় বিদ্যালয়টির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় মতিঝিল সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় এ বিদ্যালয় পাক সেনাদের ঘাঁটি ছিল। বহু অত্যাচার ও বহু হত্যাযজ্ঞের নীরব সাক্ষী এ বিদ্যালয়। মতিঝিল সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস হয়। এ বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রীসংখ্যা ২১৫০ জন। এখানে ১ জন প্রধান শিক্ষিকা, ১ জন সহকারী প্রধান শিক্ষিকাসহ সর্বমোট ৫২ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন। দুই শিফটে মোট ৩২টি শাখা রয়েছে। প্রভাতী শাখায় সকাল ৭টা থেকে ১১-৫০ মিঃ পর্যন্ত এবং দিবা শাখায় ১২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত ক্লাস পরিচালিত হয়। বিদ্যালয়ে মোট ৩টি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়াও সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ক্লাস টেস্টের ব্যবস্থা আছে। বিদ্যালয়টি পাসের হার শতকরা ৯৮-১০০%। [illegible] প্রতিবছর প্রাথমিক ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় এ বিদ্যালয় থেকে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ছাত্রছাত্রী বৃত্তি পেয়ে থাকে।

এ বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রম চালু আছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় দিবসে এ বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে থাকে। এ ছাড়া বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় নিয়মিত। জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এ বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা অংশ নিয়ে অনেক পুরস্কার অর্জন করেছে। ১৯৯১ সালে দেশের সর্ববৃহৎ দেয়াল পত্রিকা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় এ বিদ্যালয়ে, যা জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমেও গুরুত্বের সাথে প্রচারিত হয়েছে। ১৯৯৭ সালে এ বিদ্যালয় জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের মর্যাদায় ভূষিত হয়। ১৯৯৮ সালে জ্ঞান প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদকসহ ছয়টি পদক অর্জনের গৌরব বয়ে আনে এ বিদ্যালয়। তবে রাস্তার পাশে অবস্থান হওয়ায় ক্যাম্পাসটি দূষণের শিকার। এছাড়া পানি, বিদ্যুৎ সরবরাহ যথেষ্ট নয়। মেয়েদের স্কুল হলেও পর্যাপ্ত টয়লেট নেই। ক্লাসে ছাত্রীসংখ্যা বেশী হওয়ায় পাঠদান ও গ্রহণ ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষক সমস্যা রয়েছে, ক্লাসরুম সমস্যা রয়েছে। এ বিদ্যালয় লাইব্রেরীসমৃদ্ধ। তবে মেয়েদের জন্য একজন সার্বক্ষণিক ডাক্তার প্রয়োজন।